83121 - সাহাবীদরে (রাদয়িাল্লাহু আনহুম) মর্যাদা

প্রশ্ন

সাহাবীদরে মর্যাদা ও অন্যদরে তুলনায় তাদরে বশিষেত্বগুলোর ববিরণ আশা করছি।

প্রয়ি উত্তর

আলহামদু লল্লিাহ।.

সাহাবীদরে عدالة (দ্বীনদারতিা) ও মর্যাদায় বশ্বিাস করা আহলুস সুন্নাত ওয়াল-জামায়াতরে মাযহাব। কারণ আল্লাহ তা'আলা তাঁর কতিাবে এবং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর সুন্নাহতে তাদরে প্রশংসা করছেনে। বহু প্রসঙ্গে এই সংক্রান্ত বক্তব্যসমূহ বপিুল পরমিাণে বর্ণতি হয়ছে যা স্পষ্ট প্রমাণ করে যে আল্লাহ তাদরেকে অনকে মর্যাদা প্রদান করছেনে ও ভালো গুণাবলতিে ভূষতি করছেনে। যার ফলে তারা আল্লাহর কাছে সুউচ্চ মর্যাদা ও সম্মানজনক অবস্থান লাভ করছেনে। আল্লাহ তা'আলা যমেনভিাবে তার রসিালাত (রাসূলরে দায়ত্বি) বহনরে জন্য বান্দাদরে মধ্যে সবচয়েে উপযুক্তদরেকে বাছাই করনে, তমেনভিাবে তনিি নবুয়তরে উত্তরাধকিাররে জন্য এমন কাউকে নর্বিাচতি করনে যে এই নয়িামতরে শুকরয়িা করবে এবং এই সম্মান পাওয়ার উপযুক্ত। আল্লাহ তায়ালা বলনে:

اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ

"আল্লাহ তার রসিালাত (রাসূলরে দায়ত্বি) কোথায় দবিনে তা তনিইি ভালো জাননে।"[সূরা আন'আম: ১২৪]

ইবনুল কাইয়্যমি রাহমিাহুল্লাহ বলনে: "আল্লাহ সুবহানাহু ভালো জাননে য, তনিি তার রসিালাতরে দায়ত্বি মৌলকিভাবে কাকে দবিনে এবং উত্তরাধকিারসূত্রে কারা এটি পাবে। তনিি ভালো জাননে কে এই রসিালাত বহনরে সবচয়েে উপযুক্ত, যে কনিা বশ্বিস্ততা ও কল্যাণকামতিার সাথে এটি মানুষরে কাছে পৌঁছে দবি, প্ররেণকারীকে সম্মান করবে ও তাঁর অধকিার আদায় করব, তাঁর আদশে পালনে ধর্যৈধারণ করব, তাঁর দয়ো নয়িামতরে শুকরয়িা আদায় করবে এবং তাঁর নকৈট্য অর্জন করবে। আর তনিি এও জাননে কোন ব্যক্তি এর উপযুক্ত নয়। অনুরূপভাবে তনিি জাননে কোন জাতরি লোকরো রাসূলদরে উত্তরাধকিার হওয়া, তাঁদরে খলিাফত বা প্রতনিধিত্বি করার উপযুক্ত এবং তাঁদরে প্রভুর কাছ থকেে তাঁরা যা পৌঁছে দয়িছেনে সটো বহন করার সবচয়েে উপযুক্ত।"[ত্বরীকুল হজিরাতাইন (পৃ. ১৭১)]

আল্লাহ তায়ালা বলনে:

وَكَذَلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لِيَقُولُوا أَهَؤُلَاءِ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنْ بَيْنِنَا أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِالشَّاكِرِينَ

“এভাবেই আমি কিছু মানুষকে দিয়ে অপর কিছু মানুষকে পরীক্ষা করেছি। যার ফলশ্রুতিতে তারা বলে, ‘আল্লাহ কি আমাদের মধ্য থেকে এদের প্রতিই অনুগ্রহ করলেন’? ‘কৃতজ্ঞ কারা’ সে ব্যাপারে আল্লাহ কি সর্বজ্ঞ নন?”[সূরা আন’আম: ৫৩]

শাইখ সা’দী রাহমিাহুল্লাহ বলেন: ‘যারা নিয়ামতকে চিনতে পারবে, নিয়ামতের স্বীকৃতি দিবে এবং নিয়ামতের দাবি অনুযায়ী নেক আমল করবে, তিনি তাদের প্রতিই অনুগ্রহ ও অনুকম্পা করেন; এমন কারো প্রতি করেন না যে কৃতজ্ঞ নয়। কারণ আল্লাহ তা’আলা প্রজ্ঞাময়। তিনি এমন কারো প্রতি অনুগ্রহ করেন না যে সেটির উপযুক্ত নয়।’

সাহাবীদের সম্মান ও মর্যাদা প্রসঙ্গে যেমনিভাবে আয়াত-হাদীস উদ্ধৃত হয়েছে, তেমনিভাবে তারা যে সমস্ত কারণে এই মর্যাদার অধিকারী হয়েছে সেগুলোও উদ্ধৃত হয়েছে। এ ধরণের উদ্ধৃতির মধ্যে রয়েছে আল্লাহর বাণী:

مُّحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاء عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاء بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ رُكَّعاً سُجَّداً يَبْتَغُونَ فَضْلاً مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَاناً سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِم مِّنْ أَثَرِ السُّجُودِ ذَلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنجِيلِ كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ فَآزَرَهُ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوَى عَلَى سُوقِهِ يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْهُم مَّغْفِرَةً وَأَجْراً عَظِيماً

“মুহাম্মাদ আল্লাহর রাসূল; আর তার সঙ্গীরা কাফেরদের প্রতি কঠোর এবং নিজেরা পরস্পরের প্রতি সহানুভূতিশীল। আল্লাহর অনুগ্রহ ও সন্তুষ্টি প্রত্যাশায় তাদেরকে তুমি রুকু ও সিজদাহরত অবস্থায় দেখতে পাবে। সিজদায় দাগজনিত তাদের (ঈমানের) চিহ্ন তাদের চেহারায় বিদ্যমান। তাদের এমন বর্ণনা আছে তাওরাতে। আর ইঞ্জিলে তাদের বর্ণনা এরূপ: একটি বীজের মত, যা (বপন করার পর) তার অঙ্কুর উদ্গত করে, অতঃপর আল্লাহ তাকে শক্ত করেন এবং অঙ্কুরটি ক্রমে মোটা হয় ও নিজের কাণ্ডের উপর সোজা হয়ে দাঁড়ায়, যা বপনকারীদের মুগ্ধ করে। (একইভাবে আল্লাহ মুমিনদের ক্রমে শক্তিশালী করেন) যাতে তিনি তাদের দ্বারা কাফেরদেরকে রাগিয়ে দিতে পারেন। তাদের মধ্যে যারা ঈমান আনে ও নেককাজ করে আল্লাহ তাদেরকে ক্ষমা ও এক মহা পুরস্কারের (জান্নাতের) প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন।”[সূরা ফাতহ: ২৯]

সাহাবীদের সুউচ্চ মর্যাদাকে অন্যতম যে বিষয়টি আবশ্যক করে তোলে সেটি হচ্ছে আল্লাহ কর্তৃক তাদের ব্যাপারে প্রদত্ত সাক্ষ্য। আল্লাহ তাদের অন্তরের পরিশুদ্ধি ও ঈমানের সত্যতার সাক্ষ্য দিয়েছেন। এটি নিঃসন্দেহে রাব্বুল আলামীনের পক্ষ থেকে এক মহান সাক্ষ্য। ওহীর সমাপ্তি ঘটার পর আর কোনো মানুষের পক্ষে এমন সাক্ষ্য অর্জন করা সম্ভবপর নয়।

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার এ বাণীটি শুনুন:

لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثَابَهُمْ فَتْحاً قَرِيباً

“অবশ্যই আল্লাহ মুমিনদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে গেছেন যখন তারা গাছটির নিচে তোমার হাতে বায়াত করছিল। তিনি তাদের মনের কথা জেনে তাদের উপর শান্তি নাযিল করেছেন এবং তাদেরকে এক নিকটবর্তী বিজয়ের প্রতিদান দিয়েছেন।”[সূরা ফাতহ: ১৮]

ইবনে কাসীর রাহিমাহুল্লাহ ‘তাফসীরুল কুরআনিল আযীম’ (৪/২৪৩) গ্রন্থে বলেন:

‘তিনি তাদের মনের কথা জেনে’ অর্থাৎ তাদের সত্যবাদিতা, অঙ্গীকার পূরণ করার মানসিকতা এবং শোনামাত্র আনুগত্যের মনোভাব সম্পর্কে জেনে।’[সমাপ্ত]

আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহুর বক্তব্য কতই না চমৎকার: ‘তোমাদের কেউ যদি কারো অনুসরণ করতে চায় সে যেন মৃতদেরকে অনুসরণ করে। কারণ জীবিত মানুষ (দ্বীনের ব্যাপারে) ফিতনা থেকে মুক্ত নয়। আর মৃত ব্যক্তিরা হলেন মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবীগণ, যারা পরিচ্ছন্ন অন্তঃকরণ, পরিপূর্ণ জ্ঞান এবং কৃত্রিমতাবর্জিত হওয়ার দিক থেকে এ উম্মতের সর্বোত্তম মানুষ। আল্লাহ তাআলা তাদেরকে তাঁর প্রিয় রাসূলের সাথী ও দ্বীন কায়েমের জন্য মনোনীত করেছিলেন। সুতরাং তোমরা তাদের মর্যাদা জেনে নাও, তাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করো এবং যথাসাধ্য তাদের চরিত্র ও জীবন পদ্ধতি মযবুতভাবে আঁকড়ে ধরো। কারণ তাঁরাই (আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের নির্দেশিত) সঠিক পথের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিলেন।’[ইবনে আব্দিল বার তার আল-জামে‘ (১৮১০) গ্রন্থে এটি বর্ণনা করেন]

আল্লাহ তায়ালা মুহাজির এবং আনসার সাহাবীদেরকে জান্নাত ও চিরস্থায়ী সুখের ওয়াদা দিয়েছেন এবং তাদের উপর নিজের সন্তুষ্টির কথা এমন কিছু আয়াতে ঘোষণা করেছেন যে আয়াতগুলো কিয়ামতের দিন পর্যন্ত পঠিত হতে থাকবে। যে ব্যক্তি এমন মর্যাদা পাওয়ার অধিকারী নয় তার ক্ষেত্রে এমন কিছু ঘটা কি যুক্তিযুক্ত?!

মহান আল্লাহ বলেন:

وَالسَّابِقُونَ الأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُم بِإِحْسَانٍ رَّضِيَ اللّهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْ عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَداً ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ

“প্রথমদিকের মুহাজির ও আনসারদের প্রতি ও তাদের যথার্থ অনুসারীদের প্রতি আল্লাহ সন্তুষ্ট এবং তারাও আল্লাহর প্রতি সন্তুষ্ট। তাই আল্লাহ তাদের জন্য জান্নাত প্রস্তুত করে রেখেছেন যার তলদেশে দিয়ে নদী প্রবাহিত। তারা সেখানে চিরকাল থাকবে। এটাই তো মহা সাফল্য।”[সূরা তাওবাহ (১০০)]

তাদের মর্যাদার সাক্ষ্য দিয়েছেন শ্রেষ্ঠ মানুষ ও নবী-রাসূলদের সর্দার। তিনি তাঁর জীবদ্দশায় তাদের ব্যাপারে সাক্ষী ছিলেন, তাদের আত্মত্যাগ ও দৃঢ় প্রত্যয় সচক্ষে দেখেছেন। তাই নিজ সাহাবীদের সম্মানে ও ভালোবাসায় তিনি কিছু চিরন্তন বাণী বলে গেছেন।

আবু হুরাইরা রাদয়িাল্লাহু আনহু থকেে বর্ণতি, তনিি বলনে: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলনে: “তোমেরা আমার সাহাবীদরেকে গালমন্দ করো না। যার হাতে আমার প্রাণ তার শপথ করে বলছি, তোমোদরে কউে যদি উহুদ পাহাড় পরমিাণ স্বর্ণ দান করে তবুও তাদরে হাতরে এক মুদ্দ বা এর অর্ধকে পরমিাণ দানরে সমান মর্যাদাসম্পন্ন হতে পারবে না।”[হাদীসটি বুখারী (৩৬৭৩) ও মুসলমি (২৫৪০) বর্ণনা করনে]

আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদয়িাল্লাহু আনহু বর্ণনা করনে: নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলছেনে: “সর্বোত্তম হচ্ছে আমার প্রজন্ম। তারপর পরবর্তী প্রজন্ম। এরপর এর পরবর্তী প্রজন্ম।”[হাদীসটি বুখারী (২৬৫২) ও মুসলমি (২৫৩৩) বর্ণনা করনে]

খত্বীব বাগদাদী রাহমিাহুল্লাহ ‘কফিায়াহ’ (৪৯) গ্রন্থে বলনে: ‘যদি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলরে পক্ষ থকেে তাদরে ব্যাপারে কোনো কছিু বর্ণতি না হত তবুও তাদরে হজিরত, জহিাদ, সাহায্য (নুসরত), জান-মাল বসির্জন, নজি পতিা-সন্তানকে হত্যা করা, দ্বীনরে ব্যাপারে কল্যাণকামতিা এবং ঈমান ও একীনরে মজবুতি ইত্যাদি যে গুণগুলোর অধকিারী তারা ছলিনে সটো তাদরে দ্বীনদারতিা ও নষ্কিলুষতার বশি্বাসকে সুনশি্চতি করে। এও নশি্চতি করে যে, তাদরে পরে যুগ যুগ ধরে কয়িামত পর্যন্ত সততা ও দ্বীনদাররি সাক্ষ্যদাতা হসিবেে যত মানুষ আসবে তাদরে মধ্যে তাঁরা সর্বোত্তম। এটাই সকল আলমেরে মাযহাব এবং ফকীহদরে মধ্যে গ্রহণযোগ্য ব্যক্তদিরে বক্তব্য।’[সমাপ্ত]

আর যদি আমরা তাদরে এমন সব অবস্থানরে বর্ণনা দতিে যাই যখোনে তারা দ্বীনকে সাহায্য করছেনে এবং তাদরে এমন সব কর্মরে ববিরণ দতিে যাই যার দ্বারা তারা সুউচ্চ মর্যাদা ও উন্নত অবস্থান লাভরে যোগ্য হয়ছেনে তাহলে বশিাল বশিাল গ্রন্থগুলোও যথষ্টে হবে না। কারণ তাদরে সমগ্র জীবনই ছলি আল্লাহ তা'আলার পথে। এমন কোন বই আছে যখোনে দুনয়িাতে কল্যাণ ও উত্তমতা ছড়য়িে দওেয়া শত শত সাহাবীর জীবনী ধারণ করতে পারবে?

ইবনে মাসউদ রাদয়িাল্লাহু আনহু বলনে: ‘আল্লাহ তায়ালা বান্দাদরে অন্তরগুলোর দকিে নজর দয়িে দখেতে পলেনে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামরে অন্তর বান্দাদরে অন্তরসমূহরে মধ্যে সর্বোত্তম। তাই তনিি তাকে নজিরে জন্য বাছাই করলনে এবং তাঁকে নজি রসিালাত দয়িে প্ররেণ করলনে। এরপর মুহাম্মাদরে অন্তররে পর তনিি অন্য বান্দাদরে অন্তররে দকিে তাকয়িে দখেতে পলেনে তাঁর সাহাবীদরে অন্তরগুলো সর্বোত্তম। তাই তনিি তাদরেকে তাঁর নবীর উজরি বানয়িে দলিনে। যারা তাঁর দ্বীনরে পক্ষে লড়াই করে। অতএব, মুমনিরা যটোকে উত্তম মনে করে সটো আল্লাহর কাছে উত্তম। আর মুমনিরা যটোকে মন্দ মনে করে সটো আল্লাহর কাছে মন্দ।’[সমাপ্ত][এ বাণীটি ইমাম আহমদ মুসনাদ (১/৩৭৯) গ্রন্থে বর্ণনা করনে। মুহাক্কিরা বলনে: হাদীসটরি সনদ হাসান]

দুই:

আমাদরে জন্য এটি জানা জরুরী যে সাহাবীরা নষ্পিাপ নয়। এটি আহলুস সুন্নাহ ওয়াল-জামায়াতরে মাযহাব। তারা মানুষ, তাই

অন্য মানুষদের দ্বারা যা ঘটতে পারে তাদের দ্বারাও তা ঘটতে পারে।

কোন কোন সাহাবী দ্বারা যে সমস্ত পাপ কাজ বা ভুল সংঘটিত হয়েছে সেগুলো নবীজীর সাহচর্যের মর্যাদার পাশে রাখলে ক্ষমার্হ। কারণ সৎকাজ মন্দ কাজকে দূর করে দেয়। দ্বীনের স্বার্থে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে কোনো সাহাবীর এক মুহূর্তের অবস্থান অন্য কোনো কিছুর সমতুল্য নয়।

শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া রাহিমাহুল্লাহ বলেন: 'আহলুস সুন্নাহ তাদের ব্যাপারে উত্তম কথা বলে, তাদের জন্য রহমতের দোয়া করে এবং তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে। তবে তারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছাড়া অন্য কারো জন্য গুনাহ ও ইজতিহাদে ভুল করার ক্ষেত্রে নিষ্পাপত্বের বিশ্বাস রাখে না। তিনি ছাড়া অন্য যে কারো ক্ষেত্রে গুনাহ ও ভুল করা সম্ভব। তবে তাঁরা সেই সমস্ত ব্যক্তি যাদের সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন: أُولَئِكَ الَّذِينَ نَتَقَبَّلُ عَنْهُمْ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا وَنَتَجَاوَزُ عَنْ سَيِّئَاتِهِمْ "এদের ভালো কাজগুলো আমি গ্রহণ করব এবং খারাপ কাজগুলো উপেক্ষা করব।"[সূরা আহক্বাফ: ১৬] আর আমলের ফজিলত পরিণতি ও ফলাফলের ভিত্তিতে নির্ধারিত হয়; শুধু বাহ্যিক রূপের ভিত্তিতে নয়।'[মাজমুউল ফাতাওয়া (৪/৪৩৪)]

কুরআন-সুন্নাহর একাধিক প্রেক্ষাপটে এ বিষয়টি সাব্যস্ত করা হয়েছে। উহুদের যুদ্ধের দিন সাহাবীদের মধ্যে যারা পিছু হটেছিল তাদেরকে ক্ষমা করে দিয়ে আল্লাহ বলেন:

إِنَّ الَّذِينَ تَوَلَّوْاْ مِنكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ إِنَّمَا اسْتَزَلَّهُمُ الشَّيْطَانُ بِبَعْضِ مَا كَسَبُواْ وَلَقَدْ عَفَا اللّهُ عَنْهُمْ إِنَّ اللّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ

"যেদিন দুটি দল (উহুদের যুদ্ধক্ষেত্রে) মিলিত হয়েছিল সেদিন তোমাদের মধ্যে যারা পশ্চাদপসরণ করেছিল, আসলে তাদের উপার্জিত কিছু পাপের কারণে শয়তান তাদেরকে স্খলিত করেছিল। তবে আল্লাহ তাদেরকে ক্ষমা করে দিয়েছেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ ক্ষমাপরায়ণ, সহনশীল।"[সূরা আলে-ইমরান: ১৫৫]

যখন কোনো এক সাহাবী মক্কা বিজয়ের বছর মুসলিম বাহিনীর যাত্রার খবর কুরাইশকে জানিয়ে দিয়ে যখন পাপে জড়িয়ে পড়েন এবং উমর ইবনুল খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহু তাকে হত্যা করতে উদ্যত হন তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন: "সে তো বদরের যুদ্ধে অংশ নিয়েছে। কীসে তোমাকে জানাবে যে, আল্লাহ বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণকারীদের ব্যাপারে অবহিত আছেন। তিনি তাদেরকে উদ্দেশ্য করে বলেছেন: তোমরা যা ইচ্ছা আমল করো; আমি তোমাদেরকে ক্ষমা করে দিয়েছি।"[বুখারী ও মুসলিম (২৪৯৪)]

এছাড়া আরো অনেক স্থানে সাহাবীদের দ্বারা বশে কিছু পাপ ও গুনাহ সংঘটিত হয়েছে। তারপর আল্লাহ তাদেরকে ক্ষমা করে দিয়েছেন। এটি প্রমাণ করে যে তারা সম্মান ও মর্যাদা পাওয়ার উপযুক্ত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সময়ে কিংবা তার মৃত্যুর পরে তারা যে সমস্ত ভুলে লিপ্ত হয়েছিল সেগুলো কোনোভাবে তাদের মর্যাদাকে ক্ষুণ্ন করবে না। কেননা

তাদরে মর্যাদা ও জান্নাতরে সুসংবাদ প্রদান প্রসঙ্গে বর্ণতি আয়াতগুলো এমন কছিু বর্ণনা যগেুলোকে কোনো কছিুই রহতি করার নাই।

আল্লাহই সর্বজ্ঞ।